

💵 হজ্জ, উমরা ও যিয়ারত গাইড

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হজ্জকারীর ভুলক্রটি রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

মদিনা মুনাওয়ারা যিয়ারতকালে ভুলক্রটি

মদিনা যিয়ারত হজের অংশ বলে মনে করা।

- 1. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)এর কবর যিয়ারতকালে কবরের চারপাশের দেয়াল বা লোহার জানালাগুলো স্পর্শ করা, চুম্বন করা এবং বরকত লাভের উদ্দেশ্যে জানালায় সূতা বা অনুরূপ কিছু বাঁধা।
- 2. অভাব পূরণের জন্য কিংবা বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য রাসূল (ﷺ)এর কাছে দোয়া করা। কোনো কিছুর জন্য দোয়া কেবল মহান আল্লাহর কাছেই করার বিধান রয়েছে।
- 3. মসজিদে নববির ভেতর রাসূল (ﷺ)এর মিহরাব ও উসমানী মিহরাবে দু'রাকাত সালাত আদায় করা, ও একে বরকতময় মনে করা।
- 4. মসজিদে নববির দেয়াল, রাসূল (ﷺ)এর মিহরাব ও মিম্বার বরকতের উদ্দেশে স্পর্শ করা, কিংবা এতে চুম্বন করা।
- 5. উহুদ পাহাড়ের বিভিন্ন গুহায় যাওয়া এবং তাবারুক লাভের আশায় ছেঁড়া কাপড় বা নেকরা বাঁধা এবং সেখানে এমন-সব কাজ করা যাতে আল্লাহর ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)এর অনুমতি নেই।
- 6. এ ধারণা পোষণ করে কিছু স্থানের যিয়ারত করা যে, এগুলো রাসূল (ﷺ)এর নিদর্শন। যেমন উদ্ভীর বসার স্থান, আংটি কৃপ(যে কৃপে রাসূল (ﷺ)এর আংটি পড়ে গিয়েছিল) অথবা উসমান (রাঃ) এর কৃপ। আর বরকত লাভের আশায় এ সমস্ত স্থান হতে মাটি সংগ্রহ করা।
- 7. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)এর কবরের পাশে গিয়ে উচ্চস্বরে দোয়া পাঠ করা এবং এ ধারণা করে সেখানে দীর্ঘক্ষণ দোয়া করতে থাকা যে, এ স্থান দোয়া কবুলের বিশেষ স্থান। মসজিদে নববিতে নির্দিষ্ট সংখ্যায় সালাত আদায় ওয়াজিব মনে করা। বাকি কবরস্থান ও উহুদের শহীদদের কবরস্থানে গিয়ে তাদের কবর যিয়ারতকালে কবরে শায়িত ব্যক্তিদের আহবান করা এবং কল্যাণ-বরকত লাভের আশায় যেখানে টাকা পয়সা নিক্ষেপ করা।
- ৪. সাত মসজিদ নামক স্থানে গিয়ে ফজিলত লাভের উদ্দেশে প্রত্যেকটি মসজিদে দু'রাকাত করে সালাত আদায় করা। মদিনায় থাকাকালীন সময়ে খালি পায়ে চলা এ বিশ্বাসে যে মদিনায় জুতা পরিধান করা উচিৎ নয়।

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3570